The Bangladesh Monitor - A Premier Travel Publication

আন্দোলনে নামছেন সেন্টমার্টিনের ব্যবসায়ীরা

- A Monitor Desk Report Date: 30 October, 2024

কক্সবাজার: দেশের একমাত্র প্রবালদ্বীপ সেন্টমার্টিনে পর্যটক যাওয়া ও রাত্রিযাপন বন্ধের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কঠোর আন্দোলনে যাচ্ছে বাস-হোটেল-জাহাজ মালিকসহ বেশ কয়েকটি পক্ষ।

পর্যটন নির্ভর দ্বীপটিতে বসবাসরত ১০ হাজার মানুষের জীবন জীবিকা হুমকির মুখে পড়ার আশঙ্কায় এবার রাজপথে নামছেন তারা।

সম্প্রতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, নভেম্বর মাসে সেন্টমার্টিনে কোনো পর্যটক রাত্রিযাপন করতে পারবে না। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে দিনে ২০০০ পর্যটক সেন্টমার্টিন ভ্রমণ করতে পারবেন এবং রাত্রিযাপন করতে পারবেন। আর ফেব্রুয়ারি মাসে সেন্টমার্টিনে পর্যটক যাতায়াত বন্ধ রাখবে সরকার।

সরকারের এসব সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে সেন্টমার্টিন দ্বীপ পরিবেশ ও পর্যটন রক্ষা কমিটি। তারা বলছে, এমন সিদ্ধান্তে পর্যটন শিল্প ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং উদ্যোক্তারা সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে। একাধিকবার সংবাদ সম্মেলন করার পর রাজপথে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংগঠনটি।

গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে সেন্টমার্টিন দ্বীপ পরিবেশ ও পর্যটন রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান শিবলুল আজম কোরেশি জানান, সেন্টমার্টিন দ্বীপকে ঘিরে নানামুখী ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। দেশের পর্যটন খাতকে বাধাগ্রস্ত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে এক শ্রেণির মানুষ। সম্প্রতি সেন্টমার্টিন দ্বীপে পর্যটক ঘিরে সরকার অনেক বিধিনিষেধ দিয়েছে। এতে দেশের পর্যটন খাত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সেন্টমার্টিন দ্বীপ পরিবেশ ও পর্যটন রক্ষা কমিটি জানায়, সেন্টমার্টিন দ্বীপের পরিবেশসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পর্যটনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করে পর্যটন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। দ্বীপে লোনা পানি মিঠা পানিতে পরিণত করার নিমিত্তে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করতে হবে। পচনশীল বর্জ্য ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে বায়োগ্যাসে পরিণত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দ্বীপে জেনারেটর ব্যবহার বন্ধ করে পরিবেশবান্ধব সোলার প্লান্ট স্থাপন করতে হবে এবং ইট, বালু, সিমেন্ট, রড ব্যবহার করে স্থায়ী স্থাপনা তৈরি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

-B